প্রথম আলো

বাংলাদেশে পানির প্রাপ্যতা হুমকির মুখে পড়তে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০০:০২, অক্টোবর ২২, ২০১৩ | প্রিন্ট সংস্করণ

বাংলাদেশে মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা আট হাজার কিউবিক মিটারের বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এই অবস্থান ভালো। তবে বাংলাদেশ নদীবাহিত পানির ৯০ শতাংশের জন্য নির্ভর করে উজানের দেশ ভারত ও চীনের ওপর। এসব দেশে পানির সংকট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে কয়েক দশকেই মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা ব্যাপক হারে কমে যেতে পারে।

এই আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে 'দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন ২০১৩: মানব উন্নয়নে পানি' বিষয়ে এক প্রতিবেদনে।

পাকিস্তানের লাহোরভিত্তিক 'মাহবুব উল হক উন্নয়নকেন্দ্রের' এ বছরের এই বার্ষিক মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিবেদন গতকাল সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে এই প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে পানি একটি অন্যতম সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির স্বল্পতা এই অঞ্চলে একটা বড় সম্ভাব্য হুমকি। এর পাশাপাশি আন্তসীমান্ত নদীগুলোর কারণে এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। নদী বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদনের পাঁচটি অধ্যায়ে পানির সঙ্গে মানব উন্নয়নের সম্পর্ক, জনকল্যাণে পানি ও স্যানিটেশন, পানির জোগান-চাহিদা-দূষণের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান, নগরবিদ নজরুল ইসলাম বললেন, পানি নিয়ে ভাবনাটা খুবই কম। পানি নিয়ে অনেক নীতিমালা, আইন আছে। নেই এসবের কার্যকারিতা। আন্তসীমান্ত নদীর ন্যায্য হিস্যা নিয়ে আলোচনা জোরদার করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি। পানি নিয়ে শুধু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নয়, একেবারে স্থানীয় পর্যায়েও অসাম্য আছে, এমন মন্তব্য করেন নজরুল ইসলাম। এ প্রসঙ্গে ঢাকা নগরের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, গুলশানে ধনী মানুষের বাড়িতে ৩০টা ট্যাপ। আর গুলশান খালের উল্টো দিকের কড়াইল বস্তিতে একটি ট্যাপ থেকে পানি পেতে শত মানুষের ভিড়। কিন্তু পানির জন্য ধনী ব্যক্তিকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় গরিবকেও একই অর্থ দিতে হয়।

পানি নিয়ে এই অসাম্য দূর করতে পানির দাম নির্ধারণে নতুন কাঠামো তৈরির পরামর্শ দেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এখন যে কাঠামো আছে তা সেকেলে, তাই এটা পুরোপুরি পাল্টে ফেলার পক্ষে মত দেন তিনি।

পানির সমস্যা সমাধানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বহুপক্ষীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তার তাগিদ দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনুন নিশাত। এই আলোচনায় এই অঞ্চলের দেশ না হলেও নদীর যোগাযোগ থাকায় চীনকেও সম্পৃক্ত করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আরও আলোচনা করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, সাবেক সচিব এম এম নাসিরউদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য দেন আইজিএসের নির্বাহী পরিচালক সুলতান হাফিজ রহমান।